গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ বৈশাখ, ১৪৩১/ ০৭ মে, ২০২৪

নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৮.০২৬.০৭৫.২০-২৮৩ —— সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৪ এর উপধারা-১ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-১২৫ এর উপবিধি-৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সড়ক/মহাসড়কে মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক **"মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা, ২০২৪"** সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জারী করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(নুর মোহাম্মদ মজুমদার)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

D:\Road Safety 2\Road Transport Law\Guidline\গতিসীমা গাইডলাইন Final for gazette 07-05-2024.doc

'মোটরযানের গতিসীমা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২৪'

দেশব্যাপী উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিস্তৃতির ফলে সড়ক ও মহাসড়কে দ্রুতগতির যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রায়শ অনাকাঙ্ক্ষিত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ মোটরযানের অতিরিক্ত গতি ও বেপরোয়াভাবে মোটরযান চালানো। দ্রুতগতির কারণে আঘাতের মাত্রাও হয় অত্যধিক। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৪ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-১২৫ এর উপবিধি-৪ অনুযায়ী **'মোটরযানের গতিসীমা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২৪'** প্রণয়ন করা হলো।

২. সড়ক ও মহাসড়কের শ্রেণিভেদে মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ অনুযায়ী গতিসীমা নিম্নরূপ:

সড়ক/মহাসড়কের শ্রেণি	মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ					
	মোটরকার, জিপ, মাইক্রোবাস ইত্যাদি হালকা যাত্রীবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	বাস-মিনিবাস ইত্যাদি মধ্যম ও ভারী যাত্রীবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	ট্রাক, মিনিট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ইত্যাদি মালবাহী মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	মোটরসাইকেল এর সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	ট্রেইলরযুক্ত আর্টিকুলেটড মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)	থ্রি-হুইলারের সর্বোচ্চ গতিসীমা (কি:মি:/ঘণ্টা)
এক্সপ্রেসওয়ে: সার্ভিস লেনসহ সড়ক ও মহাসড়কের চার লেন বা ছয় লেন বিশিষ্ট ডিভাইডেড এক্সপ্রেসওয়ে রাস্তার প্রস্থ: সার্ভিস লেন বাদে একমুখী রাস্তার প্রস্থ ৯.৮ মিটার থেকে ১৩.৪৫ মিটার	৮০	৮০	৫০	৬০	৫০	চলাচল নিষিদ্ধ
জাতীয় মহাসড়ক (ক্যাটাগরি-এ): সার্ভিস লেন ব্যতীত চার লেন বা ছয় লেন বিশিষ্ট ডিভাইডেড জাতীয় মহাসড়ক রাস্তার প্রস্থ: সার্ভিস লেন বাদে একমুখী রাস্তার প্রস্থ ৯.৮ মিটার থেকে ১৩.৪৫ মিটার	৮০	৮০	৫০	৫০	৫০	চলাচল নিষিদ্ধ

জাতীয় মহাসড়ক (ক্যাটাগরি-বি) ও আঞ্চলিক মহাসড়ক: দুই লেন বিশিষ্ট দ্বিমুখী ডিভাইডারবিহীন মহাসড়ক/ আঞ্চলিক মহাসড়ক রাস্তার প্রস্থ: ১০.৩ মিটার	৭০	৭০	৪৫	৫০	৪৫	চলাচল নিষিদ্ধ
জেলা সড়ক রাস্তার প্রস্থ: ৬.৭ মিটার থেকে ৮.৫ মিটার	৬০	৬০	৪০	৫০	৪০	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা সদরের মধ্য দিয়ে ব্যবহৃত জাতীয় মহাসড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক রাস্তার প্রস্থ: ১০.৩ মিটার কমপক্ষে ৬ লেনে বিভক্ত, পৃথক হাঁটা এবং পারাপার সুবিধা।	৪০	৪০	৩০	৩০	৩০	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
জাতীয় মহাসড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক ছাড়া সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা সদর এর অভ্যন্তরীণ সড়ক	৪০	৪০	৩০	৩০	-	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
উপজেলা মহাসড়ক রাস্তার প্রস্থ ৭.৩-১১ মিটার।	৪০	৪০	৩০	৩০	৩০	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
শহর এলাকায় প্রাইমারী আরবান সড়ক অবিভক্ত ও দুই লেন বিশিষ্ট।	৪০	-	-	৩০	-	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ৩০
শহর এলাকায় সংকীর্ণ/শেয়ার রোড ও অন্যান্য সড়ক অবিভক্ত ও দুই লেন বিশিষ্ট।	৩০	-	৩০	২০	-	চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে ২০
গ্রামীণ সড়ক রাস্তার প্রস্থ ৩.০-৩.৭ মিটার।	৩০	-	-	৩০	-	৩০

৩. **<u>সাধারণ নির্দেশাবলী:</u>**

৩.১ সড়কের শ্রেণি ও মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত গতিসীমাই হবে সর্বোচ্চ গতিসীমা। এ গতিসীমা আবশ্যিকভাবে মেনে সড়ক/মহাসড়কে মোটরযান চালাতে হবে।

৩.২ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আবাসিক এলাকা এবং হাট-বাজার ইত্যাদি সংলগ্ন সড়ক বা মহাসড়কে মোটরযানের সর্বোচ্চ গতিসীমা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা রাস্তা নির্মাণকারী বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হবে; তবে তা কোনোক্রমেই জাতীয় মহাসড়কের ক্ষেত্রে ৪০ কিলোমিটার/ঘণ্টা এবং আঞ্চলিক মহাসড়কের ক্ষেত্রে ৩০ কিলোমিটার/ঘণ্টার অধিক হবে না;

৩.৩ জরুরি পরিষেবায় নিয়োজিত মোটরযান, যেমন: অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে উক্ত গতিসীমা শিথিলযোগ্য হবে;

৩.৪ সর্বোচ্চ গতিসীমার এই বাধ্যবাধকতা শুধুমাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, প্রখর রোদ, অতিরিক্ত বৃষ্টি, ঘনকুয়াশা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণযোগ্য নিরাপদ গতিসীমা প্রযোজ্য হবে; দৃষ্টিসীমা বেশি মাত্রায় কমে গেলে বা একেবারেই দেখা না গেলে মোটরযান চালানো বন্ধ রাখতে হবে;

৩.৫ এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের উভয়দিকের প্রবেশমুখ ও নির্দিষ্ট দূরত্বে যানবাহনভিত্তিক নির্ধারিত গতিসীমা সংক্রান্ত সাইন রাস্তা নির্মাণকারী বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদর্শন করতে হবে;

৩.৬ মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গতিসীমার জন্য একই পোস্টে মোটরযানের নাম ও ছবি সম্বলিত গতিসীমার সাইন প্রদর্শন করতে হবে; এবং

৩.৭ পাহাড়ী এলাকা, আঁকাবাঁকা সড়ক, বাঁক, ব্রিজ, রেল বা লেভেলক্রসিং, সড়ক সংযোগস্থল, বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের সামনে সাইনে প্রদর্শিত গতিসীমা প্রযোজ্য হবে।

৪। **বিশেষ নির্দেশাবলী:**

৪.১ সড়ক বাঁক, জাংশন, জ্যামিতিক কাঠামো, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাস্তা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোটরযানের শ্রেণি/ধরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য ট্রাফিক সাইন ম্যানুয়াল (Traffic Sign Manual) অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড ট্রাফিক সাইন পোস্ট ও গতিসীমা প্রদর্শন/স্থাপন করবে।

৪.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ সড়কের পরিবেশ ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে নিরাপদ এবং মানসম্মত স্থানীয় গতিসীমা নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Technical methods) বিস্তারিত বর্ণনাসহ তা বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগের বিভিন্ন ধাপ/উপায় সম্বলিত একটি সহায়ক ম্যানুয়াল প্রণয়ন করবে।

৪.৩ মালবাহী মোটরযানসহ অন্যান্য স্বল্পগতির মোটরযান সর্বদা সড়কের বামপাশের লেন দিয়ে চলাচল করবে। শুধুমাত্র ওভারটেক করার সময় ডান লেন ব্যবহার করতে পারবে, কখনো বাম লেন দিয়ে ওভারটেক করা যাবে না।

৪.৪ ওভারটেকিং নিষিদ্ধ না থাকলে রাস্তার ট্রাফিক সাইন, রোডমার্কিং দেখে এবং সামনে, পিছনে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় জায়গা থাকলে নিরাপদ পরিস্থিতি বিবেচনায় ওভারটেক করা যাবে; এবং

৪.৫ ওভারটেক করার সময় সামনে বিপরীত লেনে আগত গাড়ি এবং পেছনের গাড়ির অবস্থান ও গতিবেগ দেখে ওভারটেকিংয়ের জন্য নিরাপদ দূরত্ব আছে কি না সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

৫। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ:

এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত গতিসীমা অমান্য করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬। এ নির্দেশিকা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

৭। সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সময়ে সময়ে এ নির্দেশিকা সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন করতে পারবে।